ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং- ৩৮

তারিখ: ২২ জুলাই ২০২০ / ০৭ শ্রাবণ ১৪২৭

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

নভেল করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রেখে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে যে, উক্ত সার্কুলারের নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ও পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত পরিপালনে ব্যাংকসমূহ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে । এ প্রেক্ষিতে, প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট পুনঃঅর্থায়ন স্কীম এর আওতায় ঋণ বিতরণের মাধ্যমে কাংখিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন এবং ব্যাংকসমূহের পরিপালনের সুবিধার্থে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯/২০২০ এর অনুচ্ছেদ নং-৭(ঘ), ১০(ক), ১১, ১২ ও ১৩(ক) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হলোঃ

৭। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

৭(ঘ) কোন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের রপ্তানিমূল্যের প্রত্যাবাসন [Guidelines for Foreign Exchange Transactions (GFET) এ নির্ধারিত সময় পর্যন্ত] ওভারডিউ থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের অনুকূলে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বিবেচ্য হবে না।

১০। প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট এর বিপরীতে পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণঃ

১০(ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংক প্রতিটি নিশ্চিত রপ্তানি আদেশ/রপ্তানি ঋণপত্রের (Firm Export Contract/ Authinticated Export Credit) মূল্য হতে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের মূল্য, এক্সেসরিজ এর জন্য অর্থায়নকৃত অর্থ এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য অর্থায়নকৃত অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্যের উপর স্বীয় নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট প্রদান করবে। তবে, এক্ষেত্রে নিশ্চিত রপ্তানি আদেশ/রপ্তানি ঋণপত্র/রপ্তানি চুক্তিপত্রের সর্বোচ্চ ১০% পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বিবেচ্য হবে;

১১। ঋণের মেয়াদঃ

একজন গ্রাহককে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর উক্ত পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় একাধিকবার বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ বিতরণ করা যাবে। কোন নির্দিষ্ট গ্রাহককে উক্ত তহবিল হতে ০১ (এক) বছরের বেশি সময়ের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে না। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের মেয়াদ যাই হোক না কেন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সর্বোচ্চ ১৮০ দিন (ছয় মাস) মেয়াদে অংশগ্রহণকারী ব্যাংককে পুনঃঅর্থায়ন করা হবে যা মেয়াদ শেষে সুদসহ এককালীন পরিশোধযোগ্য হবে।

চলমান পাতা/২

১২। পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন পদ্ধতিঃ

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্রাদিসহ নির্ধারিত ছকে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণের পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বরাবর পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করবে। আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংযুক্ত করতে হবেঃ

- ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত সনদপত্র বা মঞ্জুরীপত্র;
- এ খাতে ঋণ বিতরণের সমন্বিত বিবরণী;
- আবেদনকৃত অর্থ নির্ধারিত সুদসহ পরিশোধের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট) ও লেটার অব কনটিনিউটি;
- সংশ্লিষ্ট রপ্তানি আদেশ/রপ্তানি ঋণপত্র/রপ্তানি চুক্তিপত্রের কপি;
- বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী ঋণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্রাদি বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাচিত যে কোন তথ্য/প্রামাণিক দলিলাদি।

১৩। আদায় ও তদারকীঃ

১৩(ক) পুনঃঅর্থায়ন বাবদ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের চলতি হিসাবে প্রদানের তারিখ হতে ১৮০ দিন (ছয় মাস) পর সুদসহ এককালীন কর্তন করা হবে;

এতদ্ব্যতীত, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯/২০২০ এর অনুচ্ছেদ নং-১০(খ) ও ১৩(জ) এতদ্বারা রহিত করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২